আগমনী
২০২০
Bengali Association of Greater Nashville

॥ দোহার ॥

BAGN LIVE VIRTUAL EVENT

***Friday 23rd Oct* 6:30PM**

সূচীপত্র (Table of Contents)

Acknowledgements	Chayan Chanda	Page 3
Bengali Association of Greater Nashville Coordinating committee 2020-2021		Page 4
সভাপতির আবেদন	অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়	Page 5
Puja Event Schedule		Page 6
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচি		Page 7
Announcement	Reeta Bandyopadhyay	Page 8
মায়ের চিঠি	শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়	Page 9−15
আমি জেগে উঠি	রত্না দে	Page 16-17
শুভেচ্ছা	জয়শ্রী দাশগুপ্ত	Page 18
ধাঁধা	জয়শ্রী দাশগুপ্ত	Page 18
Border	Amitabha Chakrabarti	Page 19-24
এক অচেনা পৃথিবী	সুজিত দাশ	Page 25-26
আগমনী	অচিন্ত্য রায়	Page 27-28
Few Words about Dohar		Page 29-30
Proposed Annual Budget of BAGN for 2020-19		Page 31
Kid's Artworks		Page 32-43
Greetings & Advertisement		Page 44-67

Acknowledgements

Hello friends, I want to acknowledge that I am thankful to all the people who have sent me articles, greetings, sponsorships and advertisements for the magazine Agamani and also sincerely thanks to my sub-committee members and last but not the least all the BAGN family members for their good wishes and support. Special thanks to Rajashree Pal for creating front-cover page and Srestha Ghosh for the back-cover page so beautifully.

It's been a great joyful experience to serve the community. May Maa Durga brings all the happiness, joy and prosperity to all of us.

Thank you
Chayan Chanda

(Publication Coordinator, Bengali Association Of Greater Nashville (BAGN) 2020-21)

Bengali Association of Greater Nashville

Coordinating committee 2020-2021

Chair Person: Anindya Mukhopadhyay

Sub-committee

Grant subcommittee
Arati Saha
Sutapa Mukhopadhyay
Sujit Das

Charity subcommittee
Reeta Bandyopadhyay

Secretary: Debajyoti Maitra

Decoration Sub-committee
Dolon Bhakta
Pravash Patwoary
Subham Chakraborty
Subhankar Sarkar

Treasurer: Abhirup Patra

Sub-committee
Amitabha Chakrabarti
Sukti Maldas
Indrani Ojha
Dipendra Chattopadhyay

Festival Coordinator: Shyamali Bhattacharya

Sub-committee
Dolly Das
Tanusri Ghosh Roy
Shuvra Bhattacharjee
Nandita Bandopadhyay
Tanusree Singha
Supti Chowdhury

Food Coordinator: Subhajit Biswas

Sub-committee
Subham Chakraborty
Siddhartha Kalasikam
Niloy Dutta
Kaushik Chakrabarty
Ujjal K Singha

Website: Amitabha Chakrabarti
Social Media: Siddhartha Kalasikam
Prodipto Mitra
You Tube: Niloy Datta

Publication Coordinator: Chayan Chanda

Sub-committee
Amitabha Chakrabarti
Arup Bandyopadhyay

Cultural Coordinator: Arati Saha
Sub-committee
Sutapa Mukhopadhyay
Sukti Maldas
Ashok Saha

Special Thanks to
Achintya Ray for performing the Puja

সভাপতির আবেদন

মা আসছেন।

প্রত্যেক বছরই আমরা এই সময়টা উন্মুখ হয়ে থাকি মা আসবেন বলে। মা আসেন – কোনবার নৌকোয় চেপে, কোনবার হাতির পিঠে – ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে। আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি সবাইকে ভালো রাখার জন্যে। মা আমাদের আশীর্বাদ করেন।

এ বছরেও মা আসছেন। কিন্তু এই বছরটা অন্য সব বছরের থেকে আলাদা। আমাদের জীবন চলেছে এক অতিমারীর মধ্যে দিয়ে। দেশজুড়ে মৃতের সংখ্যা দুশো হাজার ছাড়িয়ে গেছে – এমনকি আমাদের টেনেসী প্রদেশেও সেই সংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি। আমরা অনেকে হারিয়েছি আমাদের প্রিয়জনকে। আমাদের মন ভালো নেই।

কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে মা দুর্গা তো শুধু মাত্র দুর্গা ঠাকুর নন। আমাদের দুর্গা পুজো তো আসলে দুর্গোৎসব। এখানে এই তিনদিন – শুক্র থেকে রবি আমরা তো শুধুমাত্র পুজোপাঠে ব্যস্ত থাকি না। আমাদের পুজো হয়ে ওঠে এক আনন্দমেলা। আমরা ভুলে যাই আমাদের সব দুঃখ কষ্ট। আমরা মেতে উঠি এক আনন্দ উৎসবে।

এবারেও তার ব্যাতিক্রম হবে না। স্বাস্থ্য বিধি পালন করে এবার আমাদের পুজো। তাই আমরা সবাই সামিল হব কম্পিউটার-এর পর্দায় চোখ রেখে। অংশ নেব ই-অঞ্জলি তে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করব যাতে এই অতিমারী দ্রুত শেষ হয়। আর এই কম্পিউটার-এর পর্দায় চোখ রাখা তো শুধু পুজোর জন্যে নয়। এবার আমাদের সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-ই হবে ই-অনুষ্ঠান। এক সন্ধ্যায় আমরা স্বাগত জানাব লোক সঙ্গীতের দল 'দোহার'-কে। আর এক সন্ধ্যায় থাকছে আমাদের ন্যাশভিল পরিবারের ঘরোয়া জলসা।

তাই আসুন – আমরা সবাই মিলে মেতে উঠি মাতৃ বন্দনায়। মায়ের কাছে রাখি আমাদের কাতর আবেদন যাতে আমরা আবার খুব তাড়াতাড়ি আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি।

সব শেষে – যদি এখনো না করে থাকেন, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব বার্ষিক সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করার জন্যে। এই সংঘটন আমাদের সবার। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা সাহায্য করবে এই সংঘটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

সমন্বয় কমিটির সব সদস্যের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে,

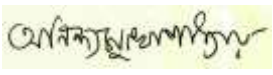

সভাপতি – বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশান অফ গ্রেটার ন্যাশভিল

[২০২০-২১]

Puja Event Schedule

Friday October 24, 2020
Live Virtual Cultural Event by DOHAR
6:30 PM – 9:00 PM

Saturday, October 25, 2020
Ghot Puja:
9:00 AM - 11:30 AM
Local Cultural Program:
6:30 PM – 8:30 PM

Sunday, October 26, 2020
Lunch: 11 AM - 12 PM

বৃহত্তর ন্যাশভিল বাঙালি সঙ্ঘের শারদোৎসব ২০২০

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচি

➢ **শুক্রবার (২৩শে অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ থেকে রাত ৯টা)**

- বাংলা লোকগানের দল দোহার-এর সঙ্গীতানুষ্ঠান

সঞ্চালকঃ শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

➢ **শনিবার (২৪শে অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ থেকে রাত ৮টা ৩০)**

- গানঃ পামেলা চৌধুরি ও রাজবীর চৌধুরি
- নাচঃ ইনায়া আলি ও আয়াত আলি
- গানঃ শুক্তি মালদাস
- নাচঃ আলিশা চন্দ
- গানঃ চয়ন চন্দ
- গানঃ মহাশ্বেতা চক্রবর্তী
- নাচঃ অহন্তি পাটোয়ারি
- গানঃ দেবজ্যোতি মৈত্র
- গানঃ দেয়া মালদাস
- নাচঃ দেবলীনা ঘোষ
- গানঃ প্রত্যুষ সিংহ রায় ও সব্যসাচী পাল
- শ্রুতিনাটকঃ নবনীতা ঘোষ ও শুভজিত ঘোষ

সঞ্চালিকাঃ সুস্মিতা ব্রহ্ম

Hello BAGN community!

At the beginning of 2021 we will be introducing a Bengali Association of Greater Nashville Facebook Marketplace. The purpose of this Facebook page will be to donate items which can be bought by members in the community. Anyone who wishes can be a member of the Facebook page. It is called “BAGN Marketplace”.

All items are donated and payment for the items when bought will be paid through the BAGN crisis fund PayPal account. This crisis fund will be used to donate money during times of need such as natural disasters in our community.

Instructions:

1. To add an item for sale please post pictures with the full details of the items including the price of the item.

2. Anyone interested in an item can comment on the item saying that they are interested.

3. The person who has posted the item will coordinate with the person purchasing the item to transfer the purchased item.

4. The person receiving the item will pay for the item directly using the BAGN crisis PayPal account (link to follow).

If you have any questions please contact Reeta Bandyopadhyay.

মায়ের চিঠি

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

এবারও ধীয়ম এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পৌছল! আমার মায়ের শেষযাত্রার প্রস্তুতি একরকম পাকা বলা যেতে পারে। তাঁর নশ্বর শরীর সাজানো হয়েছে ফুলে-মালায়। ধূপকাঠি জ্বলছে। শোকবাড়ির সেই চেনা সুবাসটা ভেসে বেরাচ্ছে বাতাসে। মা নিষ্প্রাণ শুয়ে আছে আমাদের বাড়ির উঠোনের সেই শিউলি গাছটার তলায়। বিয়ে হয়ে এই বাড়িতে আসার পরে মা এই ফুল গাছটা লাগিয়েছিল। ধীয়ম এসে দাঁড়াল সেই গাছটার তলায়।

মনে আছে, বছর পাঁচেক আগে একটা শীতের বিকেলে আমার বাবা মারা গেছিল। সেদিনও ঠিক একইভাবে, ওই একই জায়গায় শোয়ানো ছিল বাবার মরদেহ। শেষযাত্রা শুরু হব হব করছে। সেদিনও এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে ধীয়ম এসে পৌছেছিল। পৌছেই কেমন স্থানু হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওই শিউলি গাছটার তলায়। শোকাতুর মা আমার তখন বাবার মরদেহের পাশে অসহায় বসে ছিল। ধীয়ম ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাবার কপালে নিজের ডানহাতটা রাখল। ওর হাতটা কেঁপে উঠল থরথর করে। ধীয়ম বিরবির করে বলল, 'এটা তুমি কী করলে সুবিনয়! আমাদের দাবা খেলাটা বন্ধ করে দিলে'! বলেই উঠে পড়ল ধীয়ম। এবার মায়ের পিঠে হাত রেখে বলল, 'এই তো জীবন নির্মলা, মেনে নিতে হয়'। অপরাহ্নের ওই অল্প আলোয়ও আমি স্পষ্ট দেখলাম, মায়ের গোটা শরীরটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। দু'চোখ বুজে যেন সব কান্নাকে চেপে দিল মা। ধীয়ম এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শক্ত হও সুজিত। এবার তোমাকে মায়ের দায়িত্বটা নিতে হবে তো'! ব্যাস, এটুকুই। আর দাঁড়াল না ধীয়ম, পিছন ফিরে তাকালও না একবারও। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভিড়ের মধ্য দিয়ে মাথা নীচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ধীয়ম!

ঠিক একই ঘটনা ঘটল এবারও। সেই শিউলি গাছটার নিচে খানিকক্ষণ দু'চোখ বুজে দাঁড়াল ধীয়ম। তারপর মন্থর পায়ে এগিয়ে মায়ের কপালে নিজের ডানহাতটা রাখল। ওর আঙ্গুলগুলো কেঁপে উঠল তিরতির করে। ধীয়ম বিরবির করে বলল, 'এবার যাও নির্ম লা, সুবিনয় অপেক্ষা করছে'! মায়ের মরদেহের পাশেই বসে ছিলাম আমি। নাগালের মধ্যে পেয়ে আমার পিঠে হাত রেখে ধীয়ম বলল, 'ভেঙ্গে পোড়ো না সুজিত, জীবন এরকমই'!এ কথাটা বলতে গিয়ে গলাটা যেন বুজে এল ওর। আমি নিশ্চিত, ধীয়মের খুব কান্না পেল। চোখের জলে নয়, ভিতরে ভিতরে! ধীয়ম হাঁটা দিল, মাথা নীচু করে। একবারও পিছনপানে না চেয়ে। যেন সব শেষ, যেন মিটে গেল জীবনের সব দেনাপাওনা!

ধীয়ম এরকমই! চলতে চলতে হয়ত বিশ্রাম নিয়েছে ক্ষণিকের, কিন্তু থিতু হতে চায়নি। সংসারের মায়াচৌকাঠে দাঁড়িয়ে কখনো ভালবাসার জন্য হাট করে খুলে দিয়েছে দরজা, কখনো বা সপাটে দুয়ার দিয়েছে ঘরে! 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি দিয়ে অলক্ষ্মীর উপাসনা করা যায় না', ধীয়ম প্রায়শই বলে এ কথা। 'ধীয়ম' আসলে আমার ধীরেনমামা। সেই কোন ছোটবেলায় উচ্চারণের দোষে 'ধীয়ম' ডাকতে শুরু করেছিলাম, আর সেটা ছাড়তে পারিনি। সিলেটের সুনামগঞ্জে মায়েদের পাশের বাড়িতেই ধীয়মরা থাকত। খুব নামকরা ধনী পরিবার ছিল ওদের। দানধ্যানের জন্য সাত গাঁয়ের লোক ওদের চিনত। দেশভাগের সময় দুই পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মায়েরা আগে চলে আসে এদেশে, ধীয়মরা তার অনেক পরে। তারও অনেক পড়ে আলমোড়ায় ধীয়মের সাথে দেখা হয় মায়ের। মায়ের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, বাবার সাথে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে, সঙ্গে তিন বছরের আমি।

এ সবই মা-বাবার কাছে গল্প শুনেছি আমি। ছোটবেলা থেকেই শিল্পকলার হাত ভাল ছিল ধীয়মের, পরে ভাস্কর্যটাকেই বেছে নিয়েছিল পেশা হিসেবে। শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করের খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ধীয়ম। ভাস্কর হিসেবে দেশে-বিদেশে তখন ধীয়মের যথেষ্ট নামডাক। কিন্তু শান্তিনিকেতনে আর বেশিদিন থাকা হয়নি তার। ইতোমধ্যে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ধীয়মের মা-বাবা মারা যান। ধীয়ম ফিরে আসে তাদের শিয়ালদার ফরডাইস লেনের ঢাউস বাড়িতে। তিন কূলে আর কেউ ছিল না ধীয়মের। বাড়ির নিচতলায় সমৃদ্ধ এক লাইব্রেরি গড়ে তুলে, একটা ট্রাস্ট তৈরি করে, ধীয়ম পাড়ার ছেলেদের হাতে তার দায়িত্ব তুলে দেয়। এরপর এক প্রদর্শনীতে গিয়ে আলমোড়ায় তার সাথে দেখা হয় উদয়শঙ্করের । তাঁরই পরামর্শে সেখানে আক্ষরিক অর্থেই একটা পর্ণকুটীর কিনে ফেলে ধীয়ম। আর সেখানেই গড়ে তোলে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই, সঙ্গে একটা সমৃদ্ধ স্টুডিও। কিন্তু সেও বা ক'দিন! সেখানেই আমাদের সাথে দেখা হয় ধীয়মের। আর তার কিছুদিন বাদেই ধীয়ম ঠিক করে, 'কলকাতা ফিরব'! বাবা-মা অনেক বুঝিয়েছিল, 'এই পরিবেশে এমন সুন্দর একটা স্টুডিও ফেলে যেতে আছে কখনো'! ধীয়মের জবাব ছিল, 'সব কেমন পুরনো লাগছে আমার। খানিক বিরতি প্রয়োজন'!

এরপর থেকে কলকাতায় থাকলে নিয়ম করে প্রতি রোববার সকালে ধীয়ম আমাদের বাড়িতে আসত। আমার ঘুম ভাঙ্গত রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা লুচি আর কচি পাঁঠার কষা মাংসের গন্ধে। জমিয়ে প্রাতরাশ সেরে বাবা আর ধীয়ম বসত দাবা নিয়ে। মা তখন গ্রামোফোন রেকর্ডে রবি ঠাকুরের গান চালিয়ে দিত। কখনো কখনো অবশ্য এই রুটিনে ছেদ পড়ত। কাউকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত ধীয়ম। কিছুদিন পরে ফিরে এসে বলত, 'আলমোড়া গিয়েছিলাম'। বাবা মারা যাওয়ার পর অবশ্য এই রুটিনও বদলে গেছে। ধীয়ম আসে কালেভদ্রে, আর কখনো সখনো টেলিফোন।

ধীয়মের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে এই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ছিল খুব। সম্বিত ফিরল পার্থর ডাকে। পার্থ আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু। আমার মায়ের খুব ন্যাওটা ছিল ও। 'ছিল', কারণ মা তো আর নেই! পার্থ বলল, 'এবার যে বেরোতে হবে সুজিত'! পৃথাও এগিয়ে এল, আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'তুমি ওদের সাথে যাও, আমি পিছনে আসছি ট্যাক্সি নিয়ে'। পৃথাকে মা খুব ভালবাসত। বিশেষ করে পৃথার গানের খুব ভক্ত ছিল মা। আমার আর পৃথার বিয়েটা মা দেখে যেতে চেয়েছিল, হল না। বাবা বলত, 'জীবনের সব অঙ্ক মেলে না'! চলো মা, তোমাকে বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। ধীয়ম বলল শুনলে না, 'সুবিনয় অপেক্ষা করছে'!

দাহকার্যের পরে পৃথা আমাকে আর পার্থকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। ওর মা-বাবার জোরাজুরিতে একটা কিছু মুখে দিয়ে নিতে হল। মাসিমা-মেসোমশায় এমন মাটির মানুষ যে, ওদের স্নেহটা অস্বীকার করা যায় না মোটেই। খুব ক্লান্ত লাগছে এবার। খানিক জিরিয়ে নিতে নিতে পার্থকে বললাম, 'আমাদের বাড়িতে তো আর শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধর ব্যাপার নেই। বাবার সময় যেমন করেছিলি, এবারও তেমনি তুই আর পৃথা মিলে মায়ের একটা স্মরণসভার ব্যবস্থা কর, এই শনিবার। আমি কাল-পরশুর মধ্যে সবাইকে ফোনে বলে দিচ্ছি'। একটু বেশি রাতে পার্থর সাথে বাড়ি ফিরলাম। পার্থ থাকতে চেয়েছিল। আমিই না করলাম, বললাম, 'আমি একটু একা থাকতে চাইছি রে পার্থ। এখন থেকে তো একাই থাকতে হবে'। 'ঠিক আছে' বলে পার্থ বিদায় নিল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'একটু অন্তত ঘুমোতে চেষ্টা করিস। শরীরটা খারাপ করে বসিস না আবার'!

ঘুম কি আর হবে আজ! ভাবলাম, মায়ের ঘরে গিয়ে বসি একটু। ঢুকে মনে হল, অচিন এক শূন্যতা আমাকে যেন আরো একা করে দিচ্ছে। কেমন যেন খালি খালি লাগছে ঘরটা। বিশাল খাটটা ফাঁকা, খাঁ খাঁ করছে। এটা মা-বাবার বিয়ের খাট। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা খাটের একদিকটা ফাঁকা রেখে একপাশে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকত, যেন বাবার জন্য জায়গা আগলে রেখেছে। এখন থেকে কেউ কারো জন্য আর জায়গা আগলে রাখবে না। গোটা খাটটা আমি আগলে রাখব শুধু স্মৃতির জন্য। খাটের পাশের এই দেরাজটা খুব প্রিয় ছিল মায়ের। ওটার ওপরে একটা ফুলদানিতে সতেজ ফুল দিত মা প্রতি সন্ধ্যায়। আজও সেই ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজানো। এটা নিশ্চিত পৃথার কাজ। দেরাজের দিকে তাকাতেই আমার মনে পড়ে গেল একটা পুরনো কথা। সেদিন বাবার দাহকাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখি, মা ওই খাটটায় বসে আছে একা একা। পাশে গিয়ে বসলাম। মা আমাকে একটা খাম দেখিয়ে বলল, 'এই চিঠিটা লিখে রাখলাম তোমার জন্য। আমার মৃত্যুর পরে খুলো। এই দেরাজে রইল চিঠিটা'।

কী লিখেছে মা আমার জন্য! ওটা কি কোনো ইচ্ছাপত্র, নাকি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি, কিংবা হয়ত কোনো স্বীকারোক্তি! কৌতূহল ছিল বটে, কিন্তু বারণ ছিল যে সে চিঠি খোলায়! তারপর কালে কালে ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। আজ মনে পড়ল হঠাৎই। মনে হল, মা নিশ্চয়ই কোনো গভীর সত্য লুকিয়ে রেখেছে ওই চিঠিতে। মা বোধ হয় ভেবেছিল, একমাত্র একা হয়ে গেলেই মানুষ এমন কোনো মহৎ সত্যের মুখোমুখি হতে পারে। আমি আজ একা হয়ে গেছি। আজই তো সেই চিঠি খোলার দিন! তবু দেরাজটা খুলতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠল আমার। নিকষ আঁধারে মানুষ যেমন আলোক খুঁজে বেরায়, তেমনি করে আমি দু'চোখ বুজে দেরাজের ভিতরটা হাতড়াতে থাকলাম। আর পেয়ে গেলাম চিঠিটা। মায়ের চিঠি। একটা নীল রংয়ের মুখবন্ধ খাম। ওপরে মুক্তাক্ষরে লেখা, 'সুজিতের জন্য'! খাম খুলে চিঠিটা পড়লাম আমি। একবার, দুইবার, বেশ কয়েকবার:

বাবা সুজিত,
তুমি আমার বুঝদার ছেলে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমার এই চিঠির মর্মার্থ। তোমার যীয়মের সাথে প্রেম ছিল আমার, আমাদের কিশোরবেলায়। দেশভাগ আমাদের ভালবাসাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলাদা করে দিয়েছে সেই কবে। কিন্তু প্রথম প্রেম ভুলি কী
করে বলো। বিয়ের পর তোমার বাবাকে আমি জানিয়েছিলাম সব। সে কথা জানত তোমার যীয়মও। খুব মুক্তমনের পুরুষ ছিল তোমার বাবা, তোমার যীয়মও। ভালবাসা ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যে যে কী সুখ, সেটা তো ওরাই আমাকে শিখিয়েছে। আমরা তিন জন আজীবন আমাদের ভালবাসার কাছে মাথ নত করে থেকেছি, তুমিও থেকো, লক্ষ্মী বাবা আমার। দেখবে, ভাল থাকবে। আমরা তিন জন মিলেই ঠিক করেছিলাম, তোমাকে এই চিঠি লেখার কথা। আমরা ভেবেছিলাম, প্রেম যে কত মহত্তর হয়, সেটা তোমাকে জানানো
দরকার। তাই এই চিঠি!
তোমার মা

পুনশ্চ: আমাদের পুরনো অ্যালবাম থেকে আমার একটা ছবি তোমরা পছন্দ মতো বেছে তোমার যীয়মকে দিও। লোকটা তো কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু চাইল না আমার কাছে। তাই আমি চাই, আমার অন্তত একটা স্মৃতি থাক ওর কাছে।

মায়ের চিঠি শেষ। বাইরের কলকাতায় তখন রাত পরীর রূপকথাও শেষ। শহরের সিংহদরজায় কড়া নাড়ছে সমুজ্জ্বল সকাল। আমি খুলে বসলাম আমাদের পারিবারক অ্যালবাম। দিনের প্রথম আলোয় আমি খুঁজে পেলাম আমার মায়ের সেই মায়াময় ছবি। কোভালমের উর্মিমুখর পারাবারে খোলা চুলে আমার মা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা তুলেছিল এই ছবিটা, মধুচন্দ্রিমায়! এই ছবিটাই আমি যীয়মকে দিতে চাই। সময়ের স্রোতে এভাবেই বাড়ি বদলে যায়, মানুষেরও, ছবিরও! কোনো এক অদেখা স্বপ্নের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছি আমি। এবার লম্বা একটা ঘুম চাই আমার, খুব লম্বা একটা ঘুম!

আমাদের বাড়ির ছাদেই মায়ের স্মরণ সভার ব্যবস্থা করেছে পার্থ। যাদের বলেছিলাম, তাদের সবাই এসেছে, শুধু যীয়ম ছাড়া। যীয়ম এখন কী করছে নিজের ওই একলা মার্কা বাড়িটায় বসে। মায়ের লেখা আদ্যিকালের কোনো চিঠি পড়ছে কি? জানি না। পৃথা গান গাইছে, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। ভারি সুন্দর গায় ও এই গানটা। খালি গলায় গাইছে। হারমোনিয়মটা পাশে নীরব পড়ে আছে। এই হারমোনিয়মটা আমার মা বাজাত। মা রেওয়াজ করতে বসত কাকভোরে। ছুটির দিনের বিকেলে বাবা বসত এস্রাজ নিয়ে, মা তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরত, একের পর এক, সামনে খোলা 'গীতবিতান'! পার্থ কন্ডাক্ট করছে সভাটা। অনেকে অনেক কিছু বলছে। কিছুই ঠিকমতো কানে যাচ্ছে না আমার। আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। পার্থর কথায় হুঁশ ফিরল। ও বলল, 'সুজিত, এবার তোর কিছু বলা উচিত'! কী বলব? কী বলব আমি! ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম কিছু বলতে। হঠাৎ কী মনে হল, জামার পকেট থেকে মায়ের সেই চিঠিটা বের করলাম। ব্যকগ্রাউন্ডটা বলে চিঠিটা আমি পড়ে শোনালাম সবাইকে। সভায় একটা গুঞ্জন উঠল! সেই সঙ্গে সভাও শেষ করে দিল পার্থ।

আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম যে, ওই গুঞ্জনটা বাহবা, না সমালোচনা। সভাশেষে সামান্য একটু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ওটাকে ছুঁতো করে সবাই যেন আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে বলে মনে হল। অনেককেই দেখলাম, আমার সাথে খানিক দূরত্ব রেখে শুধু হাতটুকু নাড়িয়ে অকারণে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে, যেন লজ্জায় আমার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে না কেউ। এটা কি মায়ের স্মরণসভা, নাকি 'বড়দের শরম-সভা'! আমার বন্ধুবান্ধবের আচরণ তো আরো সংশয়জনক! ওরা অনেকেই মুখে কিচ্ছুটি না
বলে, জাস্ট আমার পিঠ চাপড়ে অন্যদিকে সরে গেল। ওরা কি আমাকে সাবাশ দিল, নাকি সান্ত্বনা, বুঝতে পারলাম না। আত্মীয়স্বজনদের অবস্থা তো আরো খারাপ, তারা যেন পালাতে পারলে বাঁচে! তবে ওরা বোধ হয় অঘোষিতভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিল আমার বড়পিসিকে। উনি আবার ট্যাকে করে নিজের মেয়ে-জামাইকে নিয়ে এসেছেন। সবার না বলা কথাটা উনি বলেই ফেললেন শেষ পর্যন্ত।
রীতিমতো ঝাঁঝালো সুরে উনি আমাকে বললেন, 'এটা তোর কেমন আঁতলেমি রে সুজিত! জামাইয়ের সামনে আমার মুখ পোড়ালি। এক হাট লোককে বাড়ির কেচ্ছা শুনিয়ে কী বাহাদুরিটা দেখালি বল তো'! এই কথাটুকু বলে, তাঁর 'নীরব' মেয়ে-জামাইকে বগলদাবা করে উনি খাওয়ার ঘরে তদারকিতে নামলেন, যেন আমার মায়ের স্ম রণসভার অতিথি আপ্যায়ণের যাবতীয় দায় তাঁর ওপর! আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। কেচ্ছা! ভালবাসাটা যদি কেচ্ছা হয়, তাহলে কেউ কাউকে ঘৃণা করলে সেটা কী, মানুষ মানুষকে হিংসে করলে সেটা কী!

কাকে কী বলব? আমি নিজেকে সামলে, অতিথি আপ্যায়ণের কাজে মন দিলাম, নিয়মরক্ষাটুকু করা দরকার তো অন্তত! আমি তখনও জানি না যে, আসল বোমাটা ফাটনোর দায়িত্ব পড়েছে অন্য আর একজনের কাঁধে! আমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি ছিল না, কাজেই একটু বাদেই বাড়ি প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল, আর পাঁচটা 'নেমন্তন্নবাড়ি'-তে যেমন হয়! আমাদের বসার ঘরের এককোণে তখনো মুখ ভার করে বসেছিল পৃথা, সঙ্গে মাসিমা-মেসোমশায়। আমি গিয়ে পৃথার কাঁধে হাত রাখলাম। আমাকে চমকে দিয়ে, আমার হাতটা কাঁধ থেকে ঝাঁকিয়ে নামিয়ে দিয়ে, গলা উঁচিয়ে পৃথা বলল, 'এটার কি কোনো দরকার ছিল সুজিত। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের আমি আর মুখ দেখাতে পারব! তুমি কি ভুলে গেলে যে, এই বাড়িতে এসে আমাকে থাকতে হবে'! আমি কিছু বলার আগেই মেসোমশায় বললেন, 'এ আবার কী কথা পৃথা! ভুলে যাস না যে, সুজিতের মা তোকে নিজের মেয়ের মতো ভালবাসতেন। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে'! মাসিমা পৃথাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'পৃথাকে তুমি পরে বুঝিয়ে বোলো বাবা সুজিত। তবে আমি সকলের সামনে বলছি, তোমার মা আমার চোখ খুলে দিয়ে গেলেন। বটেই তো, ভালবাসাটা গর্বের ব্যাপার, গোপন করার মতো তো কিছু নয়'! পৃথা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে পার্থ ওর স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে খানিক ধমকের সুরে বলল, 'শান্ত হও পৃথা। এ সব নিয়ে পরে তোমরা দুই বন্ধু কথা বলে নিও। আজ থাক'! পার্থর এই মেজাজ পৃথার অচেনা। তাই হয়ত সে ঘটনার
আকস্মিকতায় চুপ করে গেল। 'পরে একদিন তুমি সময়মতো আমাদের বাড়িতে এসো সুজিত', বলে মেসোমশায় হাঁটা দিলেন। মাসিমা তাঁর পিছু নেওয়ার আগে বলে গেলেন, 'সুজিত, নিজের দিকে নজর রেখো'। যাওয়ার আগে মাথা নীচু করে পৃথা বলে গেল, 'আমি আসি। কালটা বিশ্রাম নাও। পরশু বিকেলে

একবার আমাদের বাড়িতে এসো'। পার্থ আমার হাত ধরে বলল, 'তোর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল রে সুজিত। আজ তুই যেটা করলি, তার জন্য বুকের পাটা দরকার হয়। যাকগে, আজ রাতটাও তুই একাই থাক। কাল বিকেলে আসব আবার'! এবার আমি ওর হাত ধরে বললাম, 'আমাকে একা ফেলে যাস না পার্থ। অন্তত কাল সকাল পর্যন্ত থাক আমার সাথে প্লিজ'! পার্থর মুখটা ঝিকমিক করে উঠল! ভাবখানা এই যে, তোর কথা শুনিনি এমন হয়েছে কখনো!

দু'রাত্তির পার্থ থাকল আমার সঙ্গে। স্রেফ সুখ-দুঃখের কথা বলে সময় কাটিয়ে দিলাম আমরা। আজ সকাল সকাল বেরিয়ে গেল পার্থ, অফিস যেতে হবে ওকে। আমি বিছানা ছাড়লাম প্রায় দুপুরে। ফ্লাস্কে কয়েক কাপ চা নিয়ে মায়ের ঘরের খাটে গিয়ে বসলাম আমি, একলা, নির্জনে। আজ বিকেলে পৃথাদের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু যাওয়া হবে না। আজ সন্ধ্যার ট্রেন ধরে আমি চলে যাব নিউ জলপাইগুড়ি, সেখান থেকে ঋষিখোলা। বাংলা-সিকিম সীমান্তের ওই পাহাড়ি গ্রামটার কোলে একটা সুরেলা নদী আছে। তার সবুজ নিঝুম পারের এক কাষ্ঠকুটির বুক করেছি। আপাতত চারদিনের জন্য। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে পার্থ। ও কথা দিয়েছে, আমার ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছুটি বলবে না। তবে কলকাতা ছাড়ার আগে দু'টো কাজ করে যেতে হবে আমাকে। পৃথার জন্য একটা চিঠি পোস্ট করতে হবে, আর ধীয়মকে মায়ের ছবিটা দিয়ে আসতে হবে। পৃথাকে চিঠি লিখতে বসলাম আমি:

পৃথা,
যাওয়া হল না। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না প্লিজ। তোমার সাথে আমার বন্ধুত্বটা রইলই, থাকবেও আজীবন। কিন্তু দোতারার যে সুরে বাঁধা ছিলাম আমরা, সেটা কেটে গেল হঠাৎ।
মাসিমা-মেসোমশায়কে বোলো, কোনো কোনো ক্লান্ত-একলা সন্ধ্যায় ঠিক আগের মতোই চলে যাব তোমাদের বাড়ি। গিয়ে মেসোমশায়ের সাথে জমিয়ে দাবা খেলব, সঙ্গে মাসিমার বানানো দার্জিলিং টি। জানো, তোমাকে এই চিঠিটা লেখার সময় আমার আমাদের একটা পুরনো পারিবারিক ছবির কথা খুব মনে পড়ছে। ছুটির দিন বিকেলে বাবা যখন এস্রাজ নিয়ে বসত, মা তখন প্রায়শই একট গান গাইত। রবি ঠাকুরের ওই গানটা খুব প্রিয় ছিল মায়ের, 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না'। এ গান যেখানে সত্য, সেথায় আমাদের পথ হল শেষ!
সুজিত

এবার বেরোতে হবে। আমার চিরসঙ্গী কাঁধের সেই ঝোলা ব্যাগটায় নিছকই দরকারি কয়েকটা জিনিস ভরে নিলাম। পৃথাকে লেখা চিঠিটা নিলাম পকেটে, মায়ের ছবিটাও। কী মনে হল হঠাৎ, মায়ের চিঠিটাও নিয়ে নিলাম। কেন জানি না ওটা কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না আমার। ভুল করে সেল ফোনটাও নিয়ে নিচ্ছিলাম। ভাগ্যিস মনে পড়ল, মায়ের খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ওটাকে। আমি জানি, অনেক অনেক ফোন আসবে! বেচারা মোবাইল, একলা নিরুত্তর বেজে যাবে সে! যন্ত্রের জীবন তো এরকমই হয়!

ডাকঘরে পৌঁছে দু'চোখ বুজে পৃথার কথা ভাবলাম কিছুক্ষণ। চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার আগে হাতটা একবার কেঁপে গেল বৈকি আমার! একটা অনেক লম্বা রাস্তা শেষ হয়ে গেল। বিচ্ছেদ, তা যে কারণেই হোক, বড় নিঠুর হয় সে! আমার মা রবি ঠাকুরের লেখা একটা পংক্তি খুব বলত, 'যা ফুরায় দে রে ফুরাতে, ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস না রে কুড়াতে'! পিছন ফিরে তাকালাম না আর। এবার যাব যীয়মের বাড়ি। গেলাম, আর গিয়ে আবার অবাক হওয়ার পালা। যীয়মের বাড়িতে তালা। দরজার কড়ায় আমার জন্য একটা চিঠি ঝোলানো। একটা মুখবন্ধ নীল খাম, ওপরে ছবির মতো হস্তাক্ষরে লেখা 'সুজিতের জন্য'! খুললাম চিঠিটা:

সুজিত,
জানতাম, তুমি আসবে। মায়ের ছবিটা এনেছো নিশ্চয়ই! তোমার মায়ের ছবি তো সেই কোন কিশোরবেলা থেকে আমার মনের গভীরে আলো হয়ে ফুটে আছে। তাই নতুন করে আর কোনো ছবি না-ই বা নিলাম। তুমি তো লেখো-টেখো। তুমি বুঝবে, ভালবাসা এমনই এক অপার্থিব অনুভূতি যে, তার পাশে যাবতীয় পার্থিব বিষয়কে ক্লিশে মনে হয়!
এবার আমাকে যেতে হবে! কোথায় আর যাব, ঘুরেফিরে সেই তো আলমোড়া। তোমার মা আর নেই! আমার এক ভালবাসা গেল, এবার আমায় অন্য এক ভালবাসার কাছে হাত পাততে হবে। ভাস্কর্য শুরু করব আবার। সময়-সুযোগ পেলেই আলমোড়া চলে এস। তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করবে খুব। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার মুখটা তো অবিকল তোমার মায়ের ছাঁচেই গড়া। কাজেই তোমাকে দেখার জন্য আমি হা পিত্যেশ করে বসে থাকব।
সাবধানে থেকো। আজ এটুকুই।
তোমার যীয়ম

জানি, ছেলেদের কাঁদতে নেই। তবু মন তা মানল কই! যীয়মের চিঠিটা পড়ে আমার কেন যেন মনে হল, সব কিছু শূন্য হয়ে যাচ্ছে। মা, বাবা, যীয়ম সবাই সরে সরে যাচ্ছে দূরে কোথায়, দূরে দূরে কোথায়! দু'চোখ ছাপিয়ে জল চলে এল আমার। এটা তুমি ঠিক করলে না যীয়ম। পরিবারের লোক বলতে আর যে কেউ থাকল না আমার! আমি যাব বৈকি আলমোড়ায়, খুব যাব। তোমার হৃদয়ের গভীরে যে আলো হয়ে

আছে আমার মায়ের ছবি। সেই মাতৃপ্রতিমা দেখার জন্য নিয়ত মন কেমন করবে আমার।

বিকেল শেষ! আলো কমে আসছে। তা কমুক। 'অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে'! বুকপকেট থেকে বের করে আমি আরো একবার পড়লাম মায়ের চিঠিটা। আর অমনি লক্ষ অযুত ত্রিফলা আলোয় ঝলমল করে উঠল আমার শহর। মায়ের চিঠি তো এমনই হয়,
সকল আঁধার আলো হয়ে যায় তার পরশটুকু পেয়ে!

আমি জেগে উঠি

আমি জেগে উঠি |
ভোরের আলোর মিষ্টি হাওয়ায়
শিশির ভেজা ঘাসের কণায়
অচেনা পাখীর গানের সুরে
যেমন জেগে ওঠে এই পৃথিবী |

শুরু হয় আর এক সকাল |
অন্যদিনের সাথে কোন ভেদ নেই তার -
সব আগেকার মতো |
অনুভব করি পরিবর্তন আমার সত্তায় |
শুধু এক নেই আমি -
কোথায় ঘটেছে বিবর্তন
আমার অগোচরে |

অনুভব করি -
এ আনন্দ, এ বন্ধন - সব মিথ্যা, সব ক্ষণিক |
আছে মৃত্যু আছে জরা আছে বন্ধ আছে ব্যথা
তারি মধ্যে আছি আমি শুধু সাক্ষী হয়ে
স্থির, নির্বিকার, অবিচল |
কী এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে ছড়ায়ে
আমার সর্বস্ব ব্যপী |

প্রশ্ন করি -
কে তুমি ?
মেলেনা উত্তর |
শুধু এক গভীর নীরবতা ছুঁয়ে যায় আমার অন্তর |

বলি তারে, যদি পারো, দূর করো আমাদের যন্ত্রণা
রক্ষা করো কোটি প্রাণ |
এ জীবনে আর কিছু নেই মোর বাসনা |

হে চিরন্তন, হে গভীর, হে রহস্যময়,
সাড়া দাও তুমি, সাড়া দাও আমার এ আকুতিতে,
তাহলেই জানা হবে তোমার পূর্ণ পরিচয়

ধন্য হবে এ জীবন, পূর্ণ হবো আমি ||

রত্না দে

শুভেচ্ছা

প্রিয় দিশাহীন,

এইমাত্র খবর পেলাম যে ঘর বন্দী আকাশ, কৌটোবন্দী নদী, আর অনেক রাংতা বেলুন নিয়ে বুড়ো কচ্ছপ ধপ ধপ | এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে এটা নজর রাখছে তৃতীয় বিশ্বের চাঁদ সূর্য্য | খুঁচিয়ে মারবার সব আয়োজন করে রাজ্যপাট নিলামে ঘোষণা করলো বিশ্বব্যাপী বন্ধুদিবস | এরমধ্যে নীলঘোড়া খুঁজে খুঁজে জোনাকি পিঠে তুলছে দিগন্তে সাজাবে বলে | তুলে ধরার ভুতুড়ে ইচ্ছে ওর আজও, গেল না, হায় ! লাল হলুদ মেঁপেল পাতা সাজিয়ে একটু আরও খুশী হবার জন্য আবেদন করছে সে সকাল বিকেল | আবেদন নামঞ্জুর করো না |

...কিন্তু .... ঘড়িটা হেলে বা এলিয়ে পরার আগে বাইস্কোপের বাক্স বন্ধ করা কখনো উচিত নয় | পাঁচ বন্ধু প্রতিবেশী মিলে ঠিক করো, আগামীর যাত্রা | আজ এই অবধি ....

ইতি

শুভেচ্ছান্তে,

আলুঝালু ব্যাপারী |

ধাঁধা

নীললোহিতের মত লালিমার ও যে পাঁচ ছয়টা করে চরিত্রে ঢুকে পড়তে হয় এটা
বুঝতে বুঝতে কেটে গেল কত যুগ |
এক একটা মুখোশ যেন আলাদা আলাদা মুখ , কোনটা হাসিখুশী তো কোনটা বুক ধুঁকপুঁক |
কেউ কেউ ভাবে লালিমা দক্ষ শাস্ত্রে, আর বেগুণীর দল জানে সে কত পারদর্শী শস্ত্রে |
এটা কেন হয় মাপকাঠিটা মেপে দেখেছি মাপে কোনো গরমিল নেই, তাহলে এমন ঘটে কেন ?
মানে বুঝতে, তালিমবাবার স্মরণ নেওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই | সেই করতে পারে এর সমাধান
তোমাদের কারো জানা থাকলে জানিও তার সন্ধান
তাহলে হয়ত এ যাত্রা ধাঁধা কেটে বেড়তেও পারি
আর, হুতোম খুঁড়ো তখনই জ্বালাবে অনেক খুশীর ফুলঝুরি ।

জয়শ্রী দাশগুপ্ত ||

বর্ডার

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

আমার বাবা-মা দু'জনেই ছিল ঐ পারের মানুষ। ঐ পারের মানে, বর্ডারের ঐ পারের। যেই দেশের সাথে বর্ডার, তার নামটা উচ্চারণ করতে আমার বাবার বুকের ভিতর ধাক্কা লাগত। বাবার জন্ম সেই দেশের পানামে। সে ভারত চিনত, বাংলা চিনত, তার জন্মের দেশ। বাংলা ধরলে বাংলা, ভারত ধরলে ভারত।

বাবা বিড়বিড় করে,

- "রাতারাতি বর্ডার তুইলা ঐ নামে দেশ হইয়া গেল! ঐ নামের মইধ্যে কোথাও ত বাংলার চিহ্নমাত্র আছিল না!"

বাবাকে এইসব কথাবার্তায় ধরিয়ে দিলে আমার উপর তখনকার মত পড়ার চাপটা কম থাকে, আমি তাই জিজ্ঞাসা করি,

- "কেন? কথা ছিলনা কেন?"

বাবা বলে, যে উত্তর আমার আগেও শোনা আছে,

- "পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আর সিন্ধু এই নামগুলার আদ্যক্ষর নিয়া তার মইধ্যে বলার সুবিধার জন্য আই বসাইয়া নিয়া শেষে বালুচিস্তান-এর স্তান জুইড়া নামখান বানাইছিল। এই প্রদেশগুলি নিয়াই হওনের কথা ছিল হেই দেশ। তার মইধ্যে বাংলা ঢোকে কেমনে? এই সব ঐ শয়তান ইংরাজগ কাম। অরা বাংলার উপর প্রতিশোধ নিল।"

আমি জানি আমার প্রশ্নের কি উত্তর আসবে তবু আবার জিজ্ঞাসা করি,

- "কেন?"

- "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা অগো যে মাইরটা দিছিল তার বদলা নিল।"

আমার মা উপস্থিত থাকলে এই সময় ঝামটা দেয়। বলে,

- "হ, সকল-ই ইংরেজের দোষ। আমরা নিজেরা নিজেদের পায়ে কুড়াল মারুম, দোষ কুড়ালের।

বাবা এই সময় আর কথা বাড়ায় না।"

আমার বাবা-মা চেষ্টা করে যেই ভূখণ্ডে আছে সেই ভূখণ্ডের মত করে তাদের ভাষাকে বদলিয়ে নিতে। মা অনেকটা সফল হয়। বাবা কিছুটা সফল হয়, অনেকটাই হয় না। তাদের ভাষায় বর্ডারের এপার ওপার দুই পার-ই ফুটে ওঠে। আমি এই পারে জন্মেছি, এই পারের ভাষায় কথা বলি। কিন্তু আমার ইচ্ছা করে ঐ পারের ভাষায় কথা বলতে। তাই আমি যখন মনে মনে কথা বলি, আমার মনের জিভের ডগায় ঐপারের আকাশ-জমিন-খাল-বিল-নদ-নদী-গয়নার নাও-হাওড়ের বাতাস ঘুরপাক খায়। এ পারের ভাষার সাথে মিলে মিশে যায়। বাবা-মার থেকে ভিন্ন অনুপাতে। তবে সবার সামনে আমি এই পারের ভাষাতেই কথা বলি।

আমরা অনেকদিন নদীর পাড়ে বাঁধের উপর হাঁটতে যাই নি। নদীতে এবার জল খুব বেড়েছে। সন্ধ্যে একটু গড়ালেই তার ডাক শোনা যায়। বাবা-মা উদ্বিগ্ন-মুখে আলোচনা করছে। আমি বীণাপিসির কোলে মুখ গুঁজে গল্প শুনছি। পিসীর বাড়ির, পিসীর দেশের, বর্ডারের ঐ পারের, যেখানে পিসীর আর কোনদিন যাওয়া হবে না। পিসী বাবার গ্রাম সম্পর্কের বোন। এই পারে আসার পর পিসীর বাবা সুবল-দাদু একদিন ঠিকানা হাতে আমাদের বাড়ি এসেছিল পিসীকে সাথে করে। এখন তারা যেখানে থাকে সেখান থেকে আমাদের বাড়িতে বাসে আসতে সকালে বের হলে বাড়ি ঢুকতে দুপুর গড়িয়ে যায়। পিসী আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি এসেছে। তিন-চারমাসে একবার করে আসে। পিসীর পাশের বাড়ির রমেশ-কাকা পিসীকে আমাদের বাড়ি রেখে যায়। কয়দিন বাদে তার কারবারের কাজ মিটলে ফেরার সময় আমাদের বাড়িতে সকাল দশটার মধ্যে দুপুরের খাওয়া খেয়ে, বেলা থাকতে থাকতে পিসীকে নিয়ে ফিরে যায়। বাবা আর আমি বাসস্টপ পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গে যাই।

পিসী যখন আসে, সবসময় বাড়ির গাছের ফল কি বাড়িতে বানানো গুড় কি আচার নিয়ে আসে। কোন কোন বার সাত-দশদিন থেকে যায়। আমার তখন মজাই মজা। তখন আমি ঠাকুমার কাছে না শুয়ে পিসীর কাছে শুতে চাই। ঠাকুমা সেটা অতটা চায়না। বলে,

- "বীণার মাথার ছিট আছে।"

মাথার ছিট কাকে বলে সেইটা আমি বুঝি না। বীণাপিসী ত বলে আমার বাবার মাথায় ছিট আছে,

- "তর বাবার মাথায় যত প্ল্যান ঘোরে সেই সব মানলে এই পিথ্থিবী পালটায় যাইত গা।"

বলে আর খিলখিল করে হাসে। মাও হাসে। মা পিসীকে খুব ভালোবাসে। বলে, পিসীর মনটা ভালো। তবে বীণাপিসী কোন কোনদিন কাঁদেও মনে হয়।

পিসীরা কয়েক ঘর একসাথে রাতারাতি গ্রাম ছেড়েছিল। কয়েকদিন ধরে পায়ে হেঁটে তারপর বর্ডার পার হওয়া। পিসীদের সাথে যা টাকা পয়সা ছিল সব বর্ডারে লুঠ হয়ে যায়। পরে পিসীদের ঠিক পাশের বাড়ির মৈনুদ্দিন-চাচা তার কাছে রেখে আসা পিসীদের সব গয়নাগাটি পিসীর এক জ্যাঠার হাত দিয়ে এ পারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই জ্যাঠারা আরো পরে এসেছিল। পিসীর এমন কপাল, জ্যাঠা একদিন বাড়ি এসে বলে তারা বর্ডার পার হওয়ার সময় সেই সব গয়নাগাঁটি আর বাড়ি বিক্রীর টাকা ভরা পোটলাটা লুঠ হয়ে গিয়েছে। তবে জ্যাঠাদের টাকাপয়সা লুঠ হয়নি। তাদের এখন অবস্থা ভালোই। পিসী বলে, মৈনুদ্দিন-চাচা পরে ঘটনা জেনে আফশোস করেছিল যে কেন সে নিজে এলো না, কিংবা কেন তার ছেলে সৈফুর হাত দিয়ে গয়নাগুলো পাঠাল না।

কত গল্প যে করে পিসী। তার ছোটবেলার খেলার সাথীদের। তার পেয়ারা গাছ, আম গাছ, হাসনুহানা। তল নাই, কূল নাই হাওড় পার হয়ে মামারবাড়ি। নদী পার হয়ে বড় হাট। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত স্কুলে পড়তে যাওয়া। এইপারে এসে আর পিসীর স্কুলে যাওয়া হয়নি। ক্লাস সিক্স পাশ হয়েই দিন কেটে গেল। কিছু গল্প আছে শুধু আমার আর পিসীর। নমিতার জন্য পিসীর খুব কষ্ট হয়। আমারও হয়। পিসীর বন্ধু নমিতা। তার বাবা ঐ পারে খুন হয়ে যায়। তার ভাই বর্ডার পার হওয়ার সময় রাস্তায় মারা যায়। সে মারা যায় এ পারে এসে। নমিতার মা কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। বাবা-মা চায় না আমি এইসব গল্প শুনি। কিভাবে তারা সব হারিয়ে এখানে এসে আবার গোড়া থেকে জীবন শুরু করেছে, রিফিউজীর জীবন, সেটা মা-বাবা-ঠাকুমা কেউ বেশী বলতে চায় না। কিন্তু বীণা পিসী আমায় চুপি চুপি তার গল্প বলে, আমি চুপি চুপি শুনি। আমি ভেবে পাই না লোকে কেন বর্ডার দেয়। কেন বর্ডার পার হতে হয়। এমন হয় না, পৃথিবীতে কোথাও কোন বর্ডার থাকবে না?

আজকে পিসীর সাথে গল্প হয়নি। আমার তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। আমার ঘরে, মানে আমার আর ঠাকুমার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছি। এ ঘরের একদিকে মা-বাবার ঘর। আর অন্য দিকের ঘরে কেউ এলে থাকে। এখন পিসী আছে। আমি মা-বাবার ঘরের দেয়াল ঘেঁষে ঘুমাই। দেয়ালের ওপাশে মা-বাবা ছোট বোনকে নিয়ে ঘুমায়। আমার কোনদিন মন খারাপ লাগলে আমি একটা আঙ্গুল দিয়ে মশারীটা দেয়ালে ছুঁয়ে বলি - মা। ওদিক থেকে আঙ্গুলটা ধরে মা চুমো খায়। আমি বুঝতে পারি। আমার মন ভালো হয়ে যায়।

যখন ঘুমাতে আসি তখন সন্ধ্যার আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। এখন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মাথার দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি মেঘ ছেঁড়া ছেঁড়া। ভাসমান। চাঁদ কখনো দৃশ্যমান কখনো অদৃশ্য। আর প্রায় এক মাস বাদে এই রকম সময় গোল থালার মত কোজাগরী চাঁদ সারারাত আকাশে পাড়ি দেবে। সেই রাতে লক্ষ্মী আসেন ঘরে ঘরে দেখতে, কে জাগে। চাঁদের সাথে সাথে গৃহস্থকেও জেগে থাকতে হবে। লক্ষ্মীবরণে। না হলে লক্ষ্মী ঘরে ঢুকবেননা। আমাদের জেগে থাকা খুব দরকার। কিন্তু সব বছরেই ঘুমিয়ে পড়ি। এবার আমি জেগে থাকবোই। তবে সে ত আর কটা দিন পরে। আজকে আমার জেগে থাকার ইচ্ছা ছিলোনা কোন। হঠাৎ করে জানালার কোণা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো। ও পাশে, এক ধারে ঝাঁকড়া গাছটার পাতার জাফরীতে, একটা পেঁচা বসে আছে। দুধ সাদা রং তার। লক্ষ্মীপেঁচা। আমি ভালো করে চোখ কচলে তার দিকে তাকাতেই সেটা মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে দুদিকে একটু করে সরে গেল। তারা সাদা নয়। ধূসর। মানুষ যখন যা দেখতে চায় সেই রকম করে ভেবে নেয়। লক্ষ্মী দেখার ইচ্ছায় আমার চোখ তার বাহন দেখছিল। আসলে এসেছে ওই পাখি দুটো - ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী। গল্প বলতে। কিন্তু আজ আর আমার গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।

ঠাকুমা গভীর ঘুমিয়ে আছে। পাশের ঘরে মা-বাবা নিচু গলায় কথা বলছে। রাত হয়েছে বলে বালিশে কান চেপে আমি শুনতে পাচ্ছি। মা বলে,

- "বীণা আইজ খুব কান্নাকাটি করল।"

বাবা বলল,

- "জানি।"

- "অর বিয়া ঠিক করছে।"

- "হ, সুবলকাকায় একখান চিঠি দিছে রমেশের হাত দিয়া।"

- "তেজবরে –"

- "হ -"

আর কোন কথা শোনা গেল না। আমি ভেবে পেলাম না এতে কান্নাকাটির কি আছে! মাঝে মাঝেই পিসীর বিয়ে দেবে বলে কথা হয়। কিন্তু দেনাপাওনায় মেলে না বলে হয় না। পিসী নিজেই এসে সে সব গল্প করে। পাত্র আর মেয়ে দেখতে আসা পাত্রর বাড়ির লোকরা যে কি হতচ্ছাড়া ছিল সে নিয়ে মজা করে গল্প বলে, ঢং করে দেখায় আর ফুলে ফুলে হাসে। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়। কিন্তু সে ত শুধু জল, কান্নার জল নয়। এবার তা হলে বীণাপিসী কাঁদল কেন?

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বিকেলে আর খেলতে না গিয়ে পিসীর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। পিসী বেড়ার গায়ে লতিয়ে চলা গাছটায় একটা ফুলের উপর বসা প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। আমায় দেখে আমার দিকে ফিরল। পিসীর চোখ দেখে বুঝলাম পিসী ফুল দেখছিল না, প্রজাপতি দেখছিল না, বোধহয় কিছুই দেখছিল না।

- "পিসী, তেজবর মানে কি তিনটে বিয়ে?"

পিসী যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল। তারপর আমায় কাছে টেনে বলল,

- "হ, আগের দুই বউ মইরা গেছে তাই এইবার তিন নম্বর বউ পাইছে আমারে।"

- "দেনা পাওনা?"

- "নাই, কিচ্ছু চায় নাই। তিনটা বড় বড় পোলা-মাইয়া আছে প্রথম পক্ষের আর দুইটা ছোট ছোট পোলা-মাইয়া দ্বিতীয় পক্ষের। গরু আছে। জমি আছে। বুইড়্যার শুধু একটা মাইয়ামানুষ লাগব।"

- "পাত্র বুইড়্যা?

- "হ।"

- "তাই তোমার মন খারাপ?"

- "ও মা মন খারাপ হইব কেন? আমার কি কম বয়স? গত মাসে চব্বিশ পূর্ণ হৈল। তেজবর ছাড়া আমারে কে বিয়া করবে? তর বাপের মত বর ত আর আমার জুটবে না। আমারে কে বিয়া বইবে শুনি?"

পিসী বলে আর ফুলে ফুলে হাসে। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়। আমার মুখে একটা প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। কিন্তু পিসীর রকম দেখে ভরসা পেলাম না।

মা বোনকে নিয়ে পাশের সহদেবদাদের বাড়ি গিয়েছিল। এখন ফিরল। বোন মার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে এসে পিসীর কোলে চেপে বসল।

- "পিসী তুমি কাঁদছ?"

- "হ ত, ভীষণ।"

- "কেন?"

- "এই তোমাদের সাথে আর দেখা হইব না, তাই।"

- "ও মা, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় এইসব কি অলুক্ষুণে কথা বলিস তুই বীণা?"

মা বকা দিল পিসীকে।

- "ভুল বলি নাই বৌদি, মিলাইয়া নিও তুমি। আগের দুইটা বৌ মরছে। আমিও -"

পিসী কথা শেষ করে না। মা দুই থামের মাঝখানে টাঙ্গানো দড়ি থেকে গামছা পাড়ছিল। থেমে যায়। গামছাটা আস্তে করে টেনে কাঁধের উপর ফেলে পিসীর কাছে এগিয়ে যায়। একটা কোনা দিয়ে পিসীর চোখ মুছিয়ে হাত ধরে ঠাকুরঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আমি বোনের হাত ধরে কলতলার দিকে পা বাড়াই। সন্ধ্যে নেমে এসেছে ভালো মতন।

পরদিন রবিবারে পিসী চলে গেল রমেশকাকার সাথে। বিকেলবেলা মা আর বাবা যখন চা-বিস্কুট নিয়ে বসেছে আমি মার কোলের কাছে এগিয়ে গেলাম। মা ডিশে একটু চা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। এইটা আমার খুব প্রিয়। কিন্তু আজকে আমার এতে মন নেই। কাল বিকেল থেকে চেপে রাখা প্রশ্নটা এইবার দুম করে আমার মুখ থেকে বের হয়ে এল।

- "মা বীণা পিসী সৈফুচাচাকে বিয়ে করে না কেন?"

মার হাত থেকে চা চলকে গেল। মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল

- "এইসব কি কথা? বীণা কিছু বলেছে তোমায়?"

আমি মাথা নাড়লাম।

- "তবে?"

বীণা পিসী যে গল্পবইটা এনেছে বাসে পড়তে পড়তে যাবে বলে, সেইটার মধ্যে একটা খামে একটা শুকনো পাতা আছে।

- "কি হল তাতে?"

- "ঐটা দেশ ছাড়ার আগে সৈফুদ্দিন চাচা বীণা পিসীকে দিয়েছিল।"

মা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

- "সেইটা হইব না। ওদের ধর্ম আলাদা।"

- "ধর্ম আলাদা হলে বিয়ে হয়না?"

- "সহজে হয় না।"

এই সময় বাবা বলল,

- "এই ভিন্ন ধর্মে বিয়া হওয়াটা যদি অনেক হইত, তা হইলে আর দেশভাগটা হইত না। তা হইলে আর বর্ডার টানতে লাগত না।"

মা আমায় কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাবার কথায় থেমে গিয়ে বলল,

- "তাইতেও কিছু লাভ হইত না।"

- "কেন, হইতনা কেন?"

- "মানুষ বর্ডার ভালোবাসে। মনের ভিতর বর্ডার টানতেই থাকে।"

আমার ভিতরে রাগ উথলে ওঠে। সে কি বীণা পিসীর দুঃখে না আমার বাবা-মার, বুঝতে পারি না। তীব্র অস্বীকারে আমি চাপা গরগর করে উঠি,

- "আমি বর্ডার ভাইঙ্গা দিমু।"

মা আমার কাঁধ ধরে আমায় বুকের মধ্যে টেনে নেয়। আমার মুখ উঁচু করে ধরে আমায় চুমু খায়। আমার কপালে ক'ফোঁটা গরম জল পরে। প্রায় অস্ফুটে মা বলে,

- "দিও তুমি।"

[গুরুচন্ডা৯-তে পূর্বপ্রকাশিত]

***

এক অচেনা পৃথিবী

---সুজিত দাশ

এখন বিশ্বে মহামারী করোনা যার নাম
তার কাছে ধনী গরীব সব এক সমান ।
দেশ কালের সীমা নাই মানেনা কোন নীতি
কোনভাবেই যায় না বুঝা যার মতিগতি ।
সাত সমুদ্র পার করেও এটা আসতে পারে
নানাভাবে মানব দেহে রোগটা ঢুকে পরে ।
উপসর্গ –জ্বর সর্দি কাশি আর গলা ব্যথা
সাথে আছে শ্বাসকষ্ট, সারা শরীর ব্যথা ।
উপসর্গ ছাড়াও দেহে এ জীবাণু আছে
সেটাই বড় চিন্তার বিষয় সকলের কাছে ।
শত শত গবেষক আর বাঘা বাঘা ডাক্তার
নয় মাসেও পাইনি কেউ প্রতিকার ।
টেলিভিশন আর অনলাইনে শুধু তারি কথা
সরকার আর জনগণের ভীষণ মাথা ব্যথা ।
করোনার গতিবিধি বড় জঠিল প্রকৃতির
প্রতিদিনই নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে হাজির ।
কেউ বলে হাত ধুবে বারবার, মুখে পড়বে মাস্ক
ছয় ফুট দূরে থাকবে নইলে সর্বনাশ ।
কেউ বা বলে গরম জল খাবে লবণ মিশে
সঠিকভাবে জানে না কেউ মুক্তি হবে কিসে ।

বিশ্বজুড়ে মহামারী, আর্তনাদ, হাহাকার শুরু
ভয়ে ভয়ে আছে সবাই প্রাণটা দূরু দুরু ।
লাশ দেখছি রাস্তাঘাটে কিংবা সিঁড়ির কোণায়
হাসপাতালে নেওয়ার জন্য কোন লোক নাই ।
টাকা থাকলেও হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না আর
মরলেও কেউ আসে না কাছে করতে সৎকার ।
ঘরে ঘরে বন্দি মোরা যাই না কারো কাছে
লক ডাউনে সব কিছু বন্ধ হয়ে আছে ।
প্রিয়জনের বিয়োগেও যাওয়ার পথ নাই
বাড়ির মালিক পাচ্ছেনা ভাড়া, ভাড়াটিয়া কাজ
গরীব মরছে ধুকে ধুকে দোকানীর মাথায় বাজ ।
শ্রমিক বলে কবে যাবে করোনা, কবে জুটবে ভাত
কবে আমাদের দুঃখের রজনী হইবে প্রভাত ।
শিশুরা বলে, কবে খুলবে স্কুল-মন দেব পাঠে
সবাই মিলে কবে আমরা খেলতে যাব মাঠে ।
মহামারীতো আগেও ছিল এমন ঘটেনি আর
বিদায় নিয়েও করোনা কেন ফিরছে বার বার ।
যন্ত্রণার এ দিনগুলোর কবে হবে শেষ
কবে সবার মুখের হাসি দেখব অনিমেষ ।

মানুষের এই দুঃখ দেখে করোনা হেসে বলে
ক্ষতি আর হবে না বিশেষ আমার কথা শুনলে -
মুখের মধ্যে লাগাম লাগাও কথা বলবে কম
সোশ্যাল ডিস্টেন্স আইসোলেশান মানবে পুরোদম
ঘরে বসেও কাজ করা যায় অফিস লাগে না আর
ইন্টারনেটে কানেকশান কর কম্পিউটার ।
লাগবে না আর এত গাড়ি গ্যাস পুড়বে কম
ছুটাছুটি থেমে গেলে বাড়বে কাজের দম ।
বিয়ে আর পার্টির নামে অর্থের অপচয়
বাড়াবাড়ি ঢের হয়েছে এবার আর নয় ।
অনেক লোক খেতে পায় না তোমরা কর ফুর্তি
করোনা বলে, দেখ তবে আমার রুদ্র মূর্তি ।
প্রকৃতি বড়ই শক্তিমান মানতে হবে আজ
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে, এ তোমাদের কাজ ।
খাওয়া দাওয়ায় রাশ টান, প্রকৃতি বাঁচাও এবার
সাপ ব্যাঙ ইঁদুর বাদুর খাওয়া যাবে না আর ।
ভুলে ছিলে প্রভুর কথা যিনি সত্য সনাতন
সব কিছুই তো তারি সৃষ্টি তিনিই আপন জন ।
তিনি যদি করুণা করেন তবেই মিলবে মুক্তি

শেষ দেখা যে দেখতে পাব তারও উপায় নাই । লক্ষ লক্ষ মানুষ মরল সারা বিশ্ব জুড়ে আক্রান্ত যে কত কোটি কে গণিতে পারে । মৃত্যু নিয়ে লুকোচুরি করছে সকল দেশ স্বাস্থ্যনীতি অর্থনীতি একেবারে শেষ । প্রণোদনার নামেও নাকি হচ্ছে প্রবঞ্চনা করোনার টেস্ট নিয়েও কেউ করছে প্রতারণা ।	করোনার নিরাময়ে চাই মনের শক্তি ।

আগমনী

অচিন্ত্য রায়

নীল আকাশে ওড়ায় পেঁজা তুলো
হালকা হাওয়ায় আনমনা মেঘ ঘোরে,
রঙ্গীন পাতায় শীতের আনাগোনা
শরৎ জাগে শিশির ভেজা ভোরে ।

সোনা রোদের স্বপ্নে হাতছানি
ফুলের বাহার বারান্দাটার কোণে,
ঢাকের বাদ্যি মনের গভীরতায়
সাঁঝ বেলাতে রাগ রাগিনী শোনে ।

মৌমাছিরা ফুলের মধুর খোঁজে
উড়ে বেড়ায় লালের থেকে নীলে ,
বটের ছায়া গাঢ় হয়ে আসে
জাল পড়েছে স্ফটিক পাড়ার বিলে ।

কাঠবিড়ালী গাছের ডালে ডালে
দৌড়ে বেড়ায় আনন্দ উল্লাসে ,
আধখাওয়া ফল আঁকড়ে ধরে মাটি
বীজের খোঁজে জীবন ভালোবেসে ।

গল্প শোনায় পাখির কলতান
ওরা ওড়ে দেশে দেশান্তরে ,
ওদের নীড়ে শোকের সময় কম
বাড়ন্ত কাল ওদের ছোটো ঘরে ।

সবুজ ঘাসে লুটিয়ে পাতা হাসে
কাজের শেষে আসনতলে ফেরে,
রঙ্গীন পাতায় শীতের আনাগোনা
শরৎ জাগে শিশির ভেজা ভোরে ।

ন্যাশভিল , টেনেসী , আমেরিকা
অক্টোবর ২০, ২০২০

Few words about Dohar

For the first time in Kolkata, a group of young energetic people came together to present the 'songs of the soil' of Bengal and the North-East in 1999. That was the beginning of ***DOHAR****.*

DOHAR the Bengali word, which means Chorus, following a solo lead voice, is a manifestation of the basic spirit with which this singing group was formed. Our mission is to cater the rustic songs of the soil to the urban and rural mass in its original form and flavour. We are thus the chorus of those illustrious bauls and fakirs of greater Bengal and northeast. We are also involved in an endeavour to form an archive of this treasure chest of tunes and philosophy.

DOHAR is a group of folk musicians of international repute – a platform for cultural personalities, who consider this world as a musical bonanza and intends to energise it's inhabitants with the melodious power of folk tunes, specially of greater Bengal as well as the North Eastern States of the Country.

In brief, DOHAR is an endless journey of music having strong connections with the root, on one hand and going beyond all boundaries, on the other.

DOHAR demonstrates, represents, produces and works on 30-35 folk forms specially from North eastern part of India, West Bengal & Bangladesh and use to play more than 25 different kind of etnic/folk instruments of India.

The genres of folk song DOHAR used to perform : Baul (the devine songs of a Community called Baul in Bengal), Bhatiyali (songs, specially related to river of East Bengal), Bhawaiya (the basic melody of North Bengal), Chatka (the faster form of bhawaiya), Jhumur (the basic melody of some part of South Bengal which also use to sung among the tea garden`s labours of Assam and North-Bengal), Saarigaan(songs of boat racing, harvesting etc) Jaari gaan (songs in the memory of kaarvala, sung in muharram month of muslim calendar), Gaajan/Charak(songs of a carnival of Shiva in the last day of bengali year), Dhamail-geet (songs of different festival), Patriotic folk songs, Bihu-Kamrupi(the songs of Assam),etc.

In the presentations, DOHAR tries to capture the rustic milieu in a few sketches which are not at all naturalistic but only an aid to stir the audiences' imagination.

DOHAR also present Tagore songs accompanied with various ethnic folk instruments like DUBKI, DOTARA, BANJO, FLUTE, SHINGA, MANDIRA, KASHI, KORTAL, HARMONIUM, SARINDA, DHAK, MRIDANGO, DHOLOK, GANGIRA, MADOL, PAKHOAJ AND OTHER DRUMS & PERCUSSIONS

More than 25 ethnic/folk instruments DOHAR used to play, like :
STRINGS : EKTARA, DOTARA, SARAJ, ANANDA LAHARI.
BOWING & BLOWING : BAMBOO FLUTE, SHINGA, HARMONIUM, SANDIRA, SANKHA ETC.
DRUMS & PERCUSSIONS : DHAK, MRIDANGO, DHOLOK, GANJIRA, MADOL, SRIKHOL, DHAMSHA, BAULA DHOL, PAKHAJ, TABLA, GOPI JANTRO, DUBKI, KASHI, KORTAL, GHUNGUR, KATH KARTAL.

Kalika Prasad (on behalf of Dohar) is taking felicitation from Govornor of West Benal – Sri M.K.Narayanan - 2014

Dohar taking Appreciation from Sharmila Tagore at Chinmoy Mission, New Delhi–2006

Ready for the Idea Jalsa Shooting (Zee National) -2010

Dohar Live in BAGA Atlanta USA - 2019

Dohar Live in New Jersey, USA -2014

BAGN ANNUAL BUDGET

Proposed Annual Budget of BAGN for 2020-2021							
	Income			Expense			Net
	Category	Amount	Total	Sub-Category	Amount	Total	
Admin/ capital	Membership	$ 500.00		Zoom Meeting Subscription	$ 400.00		
	Donation			Regards/assets etc.			
				Admin Stuff	$ 200.00		
			$ 500.00			$ 600.00	($100.00)
Durga Puja	Grant **	$ 3,789.00		Durga Puja	$ 600.00		
	n			Food	$ 1,200.00		
	Donation	$ 2,200.00		Agamani			
	Others			Artist Fees	$ 900.00		
				Venue Rent	$ 800.00		
				Lakshmi Puja	$ -		
				Misc	$ 200.00		
			$ 5,989.00			$ 3,700.00	$2,289.00
Bijoya	Contributio n	$ -		Venue			
	Others			Food			
				Misc			
						$ -	$0.00
Charity	Donation	$ 506.17		Homeless Lunch			
				Amphan (Cyclone) + Covid		$ 506.17	
			$ 506.17			$ 506.17	$0.00
Nabo barsho (actual)	Contributio n	$ -		Venue			
	Baby Sitting	$ -		Baby Sitting			
				Cleaning			
	Donation	$ -	$ -	Food			$ -
Picnic	Contributio	$ -		Venue	$ -		
			$ -	Food	$ -	$ -	$ -
Saraswati Puja	n	$ 200.00		Food			
				Venue	$ 400.00		
				Puja	$ 300.00		
				Misc	$ 100.00		
			$ 200.00			$ 800.00	$ (200.00)
Total Income			$ 7,195.17	Total Expenses		$ 6,112.34	Net $ 1,082.83

By Dew Ghosh

By Dew Ghosh

By Dew Ghosh

By Dew Ghosh

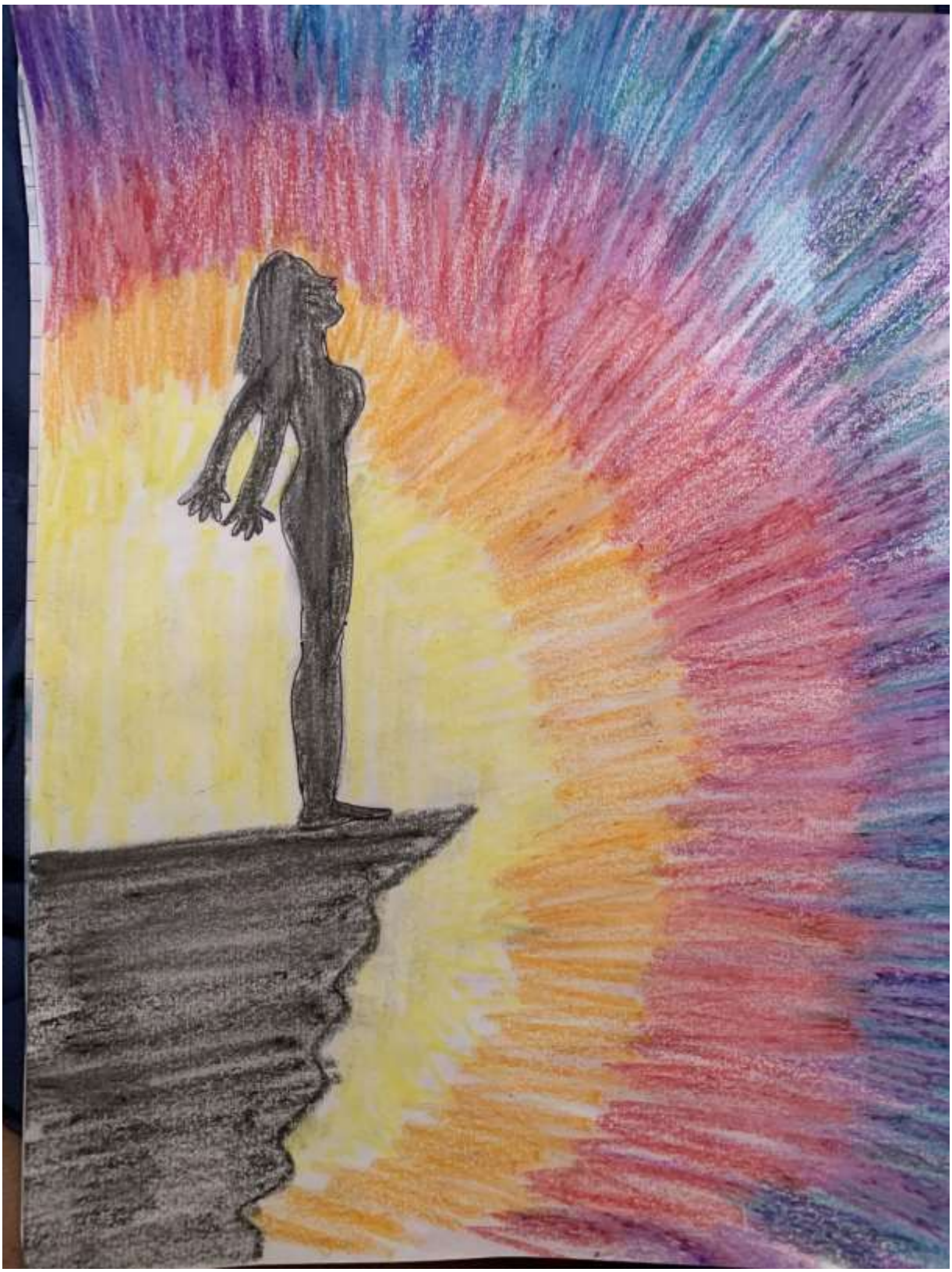

By Dew Ghosh

By Aishik Chanda

By Annika Bhattacharjee

By Eva Chattopadhyay

Aryaneel Sain

Debashree Mukherjee

Debashree Mukherjee

Srestha Ghosh

Abhinaba, Ghosh

2020 Durga Puja Grand Sponsor

❖ *Bhaben & Shipra Putotundo*

2020 Ma Durga Prasad Sponsorship

Patra Family
&
Shyamali Mukherjee

2020 Ma Durga Sweets Sponsorship

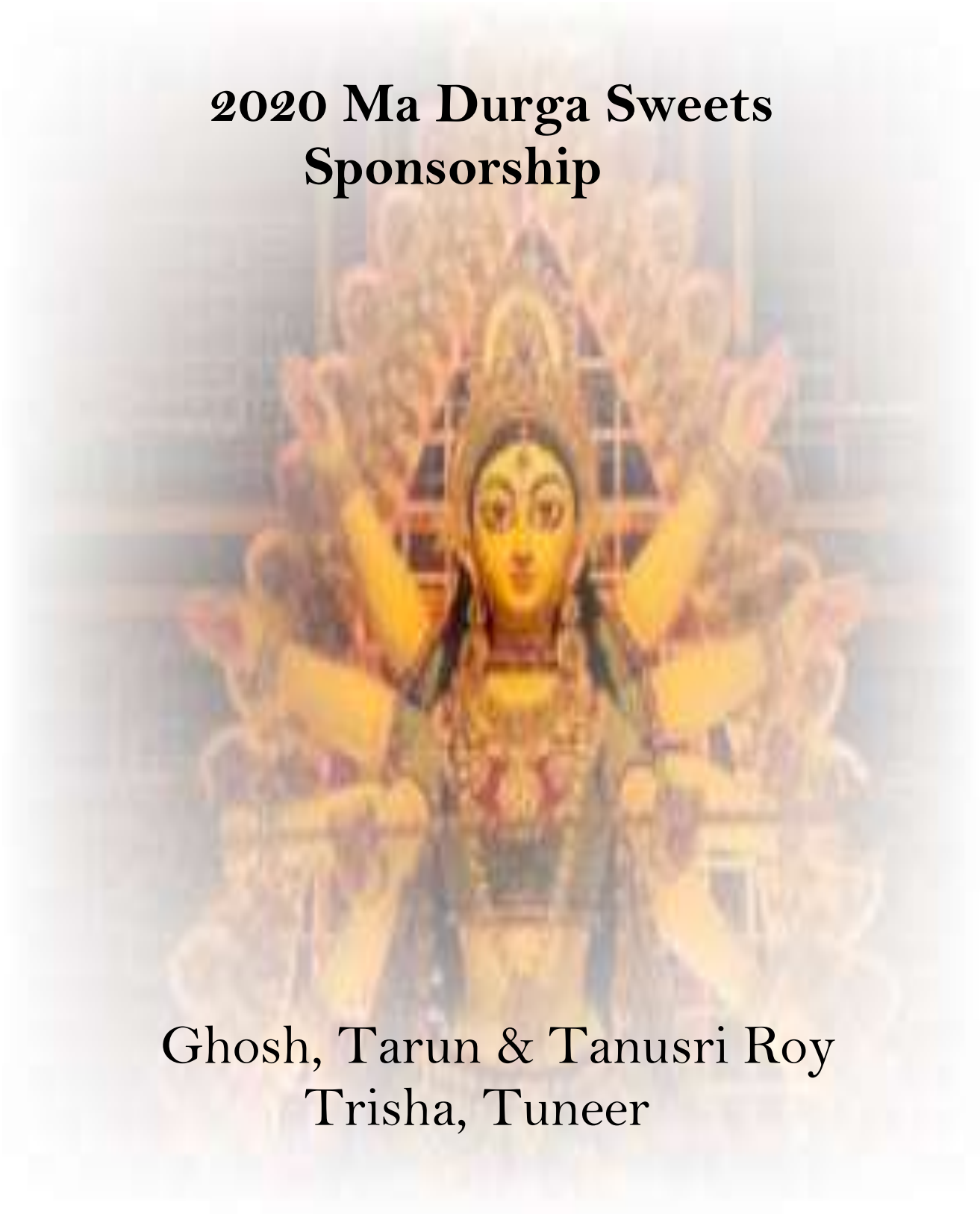

Ghosh, Tarun & Tanusri Roy
Trisha, Tuneer

2020 Ma Durga Fruits Sponsorship

Chanda, Parama & Chayan
Alisha & Aishik

2020 Ma Durga Saree Sponsorship

Ashok & Arati Saha

A Very Happy Durga Puja to All of You

From All of Us

Ashish, Anuradha, Rohini, Monisha & Ritvik

Artwork by Ankita

My First Durga Puja

Pronam and Love to You All

Tiasa

Wish you all

Happy, Safe and Enjoyable Durga Puja

Gopal, Indrani, Vikram, Niharika, Neel, Mahi and Tiasa

Durga Puja Greetings

From

Bandyopadhyay, Arup & Nandita

Reeta, Kalyani Chanda

Durga Puja Greetings

From
Ashok & Arati Saha,
Aniket, Ritu, Maya, Aryana,
Anupam, Arati, Asha & Anya

Durga Puja Greetings

From
Siddhartha Kalasikam
& Nandita Chakraborty
Mrinmoyee, Manushri

Durga Puja Greetings

From
Bivash & Manjurani Paria

Durga Puja Greetings

From
Dew Ghosh

Durga Puja Greetings

From
Chakrabarti, Pampa & Amitabha
Plunkett, Anwesa & Aaron

Durga Puja Greetings

From
Chanda, Ranjan & Shweta Sharma
Ariket

Durga Puja Greetings

From
Mukhopadhay Anindya & Deeparati

Durga Puja Greetings

In memory of their loving mother
Dr. Achala Mukherjee
From
Anindya and Deeparati Mukhopadhyay

Durga Puja Greetings

From
Subhankar Sarkar & Sanhita
Sinjan

Durga Puja Greetings

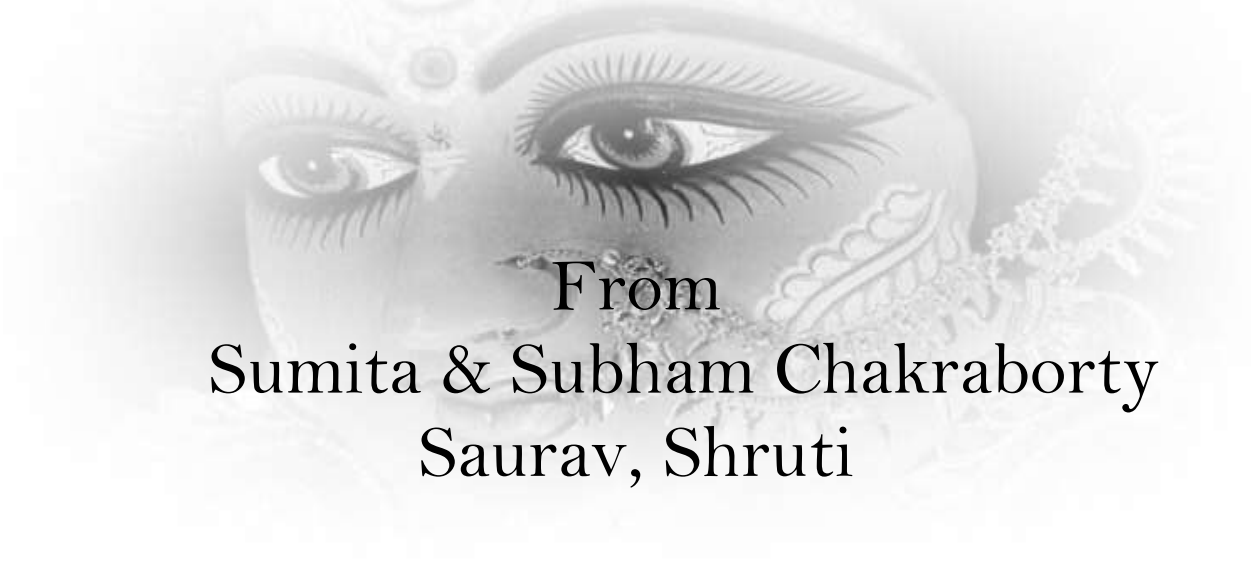

From
Sumita & Subham Chakraborty
Saurav, Shruti

Durga Puja Greetings

From
Dolly & Sujit Das
Antu, Avi & Arpita

Durga Puja Greetings

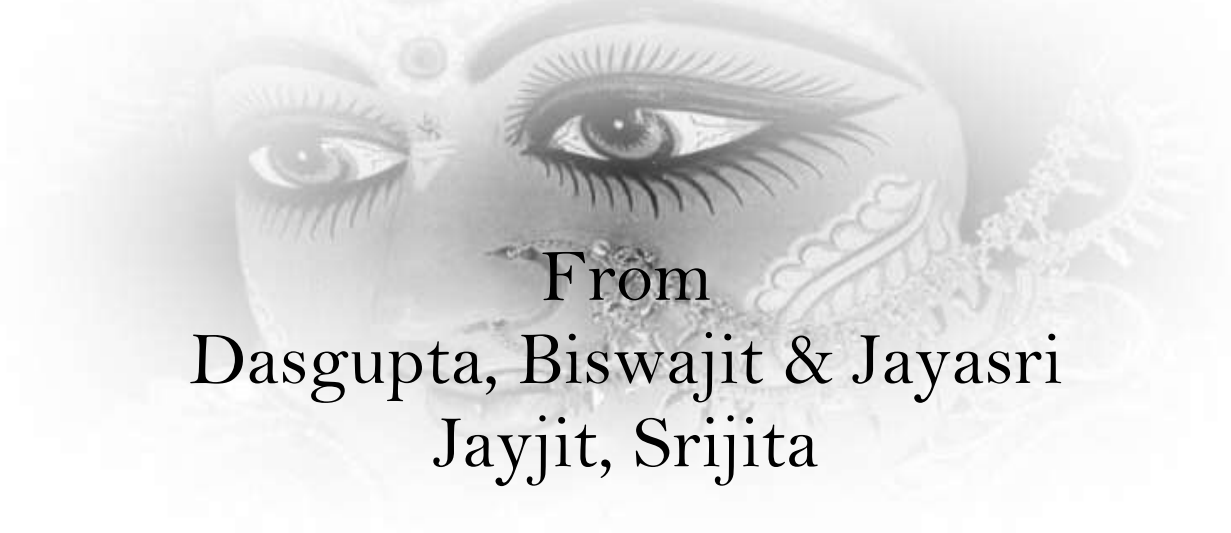

From
Dasgupta, Biswajit & Jayasri
Jayjit, Srijita

Durga Puja Greetings

From
Manik & Minu
Apu, Andrea, Ravi,Anu and Swati Paul

Durga Puja Greetings

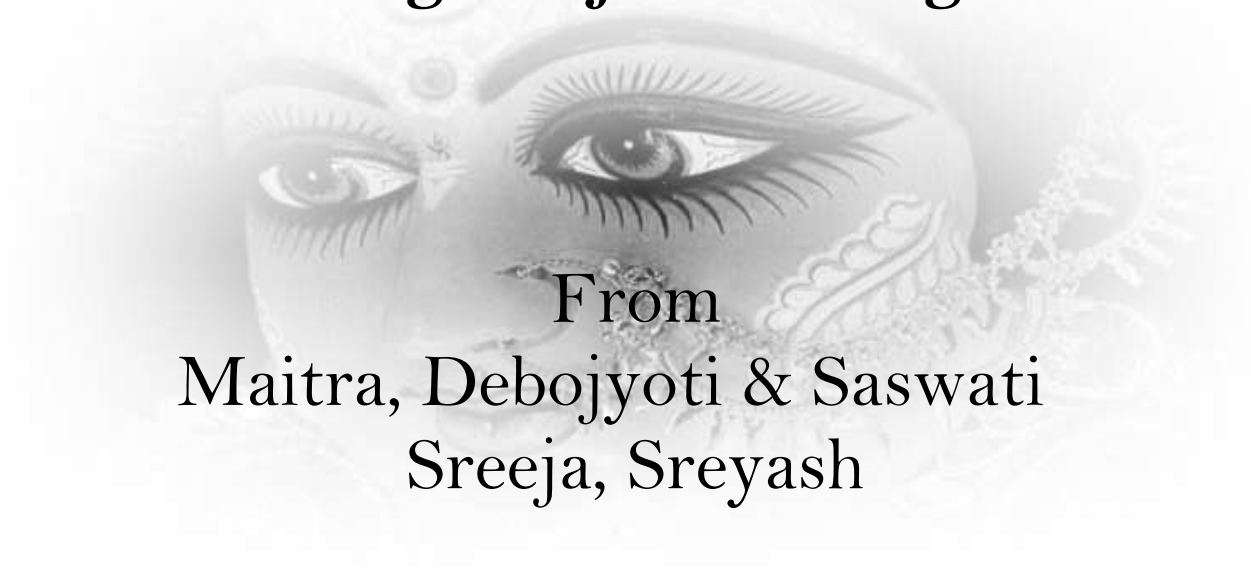

From
Maitra, Debojyoti & Saswati
Sreeja, Sreyash

Durga Puja Greetings

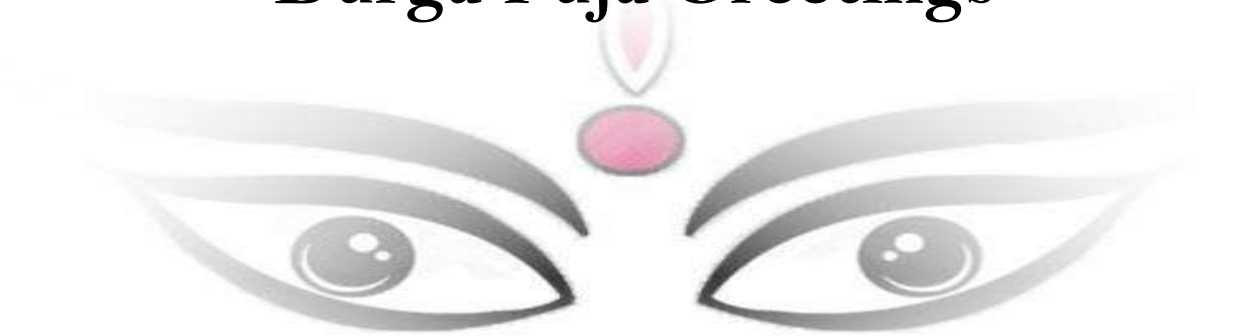

From
Biswas, Subhajit & Moumita
Shaurya

Durga Puja Greetings

From
Bhattacharya, Sujoy & Shyamali
Hannah (Riya), Siona (Diya)

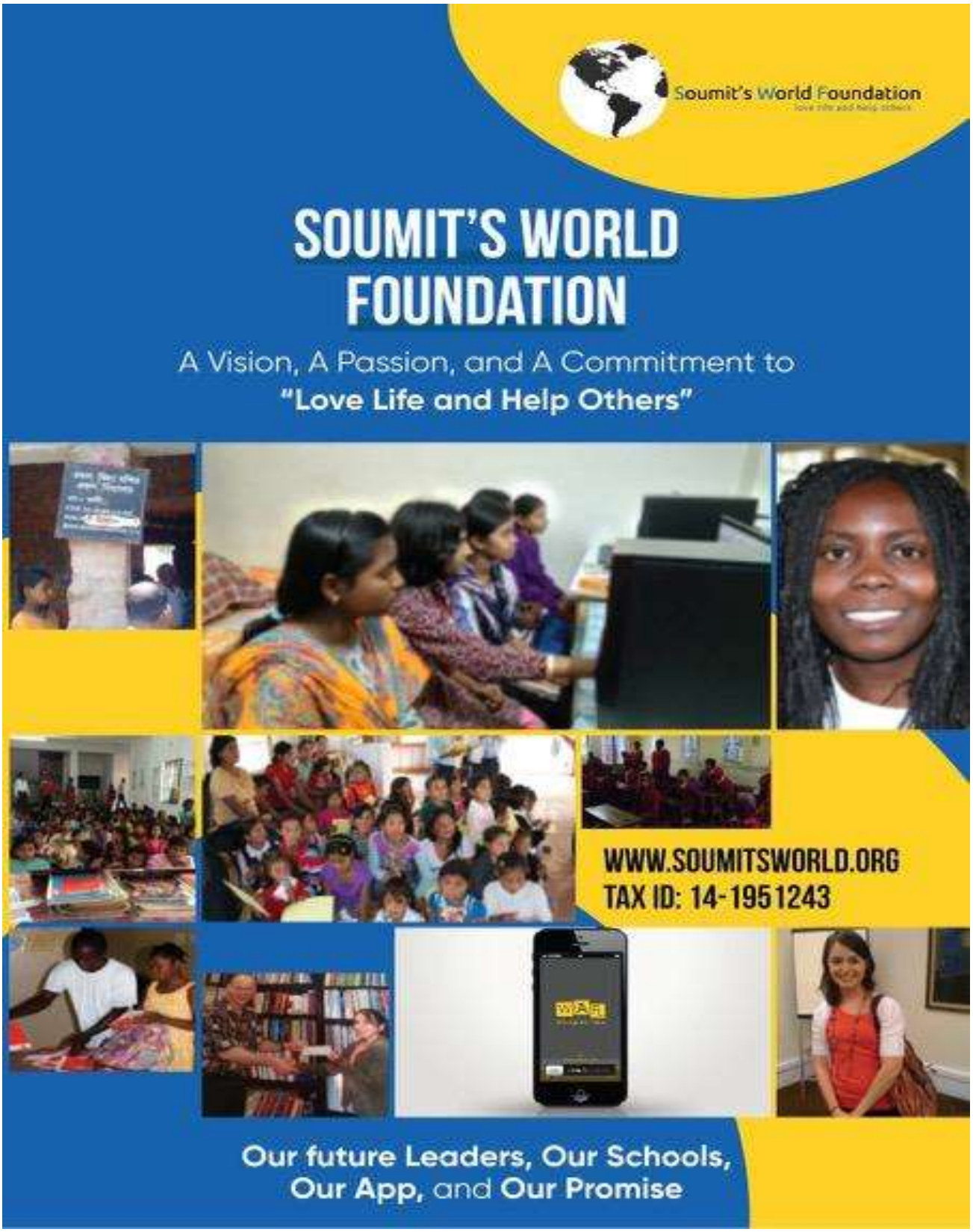
Soumit's World Foundation
SOUMIT'S WORLD FOUNDATION
A Vision, A Passion, and A Commitment to
"Love Life and Help Others"
WWW.SOUMITSWORLD.ORG
TAX ID: 14-1951243
Our future Leaders, Our Schools, Our App, and Our Promise

Our Mission

At Patel Brothers, our mission is to bring the best ingredients from around the world, right to your doorstep. With a wide variety of authentic regional grocery and spice products, we strive to reconnect people with the familiar flavors of India.

Overview

At Patel Brothers, we're committed to sharing what we know best about our Indian heritage and culture: our food. We hope to continue to educate and expose new generations to the regional diversity of India and the richness of our culture and our food. Patel Brothers is devoted to continuing its family tradition of personal service and exceptional quality. We guarantee that only the best spices and freshest foods will end up on your table. From our store to your plate, we hope to share the rich traditions of our ancestors with your family.

Patel Brothers is U.S. based grocery retail chain that focuses on flavors and foods found in in the Indian sub-continent and the Middle East. We offer a full line of groceries including dry goods, frozen items and fresh produce.

Durga Puja Greetings
From
Roy, Sreemant & Barnali
Hritika, Hriday

Happy Durga Puja to you and to your family and friends. May Maa Durga bless you with joy, Peace and prosperity….